ধর্মীয় পর্যটনের গাইডলাইন ২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ ও বৈচিত্র্যের দেশ। এই দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছে। বিভিন্ন ধর্মের পাশাপাশি বাংলাদেশের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, পবিত্র স্থান এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য যা দেশিয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিপুল সংখ্যক পর্যটককে আকৃষ্ট করে। মসজিদ, মন্দির, মাজার, তীর্থস্থান, প্যাগোডা, গীর্জা এবং ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান বাংলাদেশের কিছু মূল ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ। ধর্মীয় স্থানে পর্যটকদের আগমন প্রায়ই পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি নৈতিক মান এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। ধর্মীয় স্থানকে পর্যটন সম্পদ হিসাবে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য সুস্পষ্ট গাইডলাইন থাকা আবশ্যক। 'ধর্মীয় পর্যটনের গাইডলাইনে বাংলাদেশে ধর্মীয় পর্যটন চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং প্রচার ও বিপণনের পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

ধর্মীয় পর্যটন: ধর্মীয় পর্যটন হল পবিত্র স্থান, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং শৈল্পিক স্থানে মানুষের ভ্রমণের মাধ্যমে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় অনুশীলন সম্পর্কে নতুন জ্ঞান আহরণ করা এবং সে সব স্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করা।

ধর্মীয় স্থান: ঐ সকল স্থান যা কোন একটি ধর্মের অনুসারীদের পবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচিত এবং বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। যেমন: মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, মাজার ইত্যাদি।

ধর্মীয় পর্যটন স্থান: ধর্মীয় স্থান যা পর্যটকদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দর্শক এবং পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত স্থান।

৩. উদ্দেশ্য

এই গাইডলাইনের মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে ধর্মীয় পর্যটন পরিচালনা করা যাতে ধর্মীয় অনুসারীদের অভিজ্ঞতা প্রভাবিত না করে পর্যটকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা যায়। এ গাইডলাইনে নিম্নলিখিত বিষয়াবলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে:

ক. বাংলাদেশের মূল ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণসমূহ চিহ্নিত করা।
খ. সারা দেশে ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণের উন্নয়ন ও প্রচার করা।
গ. ধর্ম এবং ধর্মীয় স্থানের তাৎপর্য এবং মৌলিকতা হ্রাস না করে ধর্মীয় পর্যটনকে উৎসাহিত করা।
ঘ. কার্যকরী পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্যটন সম্পদ সংরক্ষণ করা।

৪. ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশের প্রধান চারটি ধর্ম যেমন: ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রতিটিরই স্বতন্ত্র উপাসনালয়, নৈতিক মূল্যবোধ এবং উৎসব রয়েছে যা দেশের সমৃদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিচায়ক। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ আছে (বিঃ দ্রঃ পরিশিষ্ট-ক) যেমন: রাজধানী 'ঢাকা' ইসলামিক স্থাপত্যে সমৃদ্ধির কারণে 'মসজিদের শহর' হিসেবে বিখ্যাত, সোমপুর মহাবিহার দেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান, ঢাকেশ্বরী মন্দির হিন্দু সম্প্রদায়ের আকর্ষণীয় ও পরিত্র স্থান এবং বাঘেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়াও, বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ হল বিশ্ব ইজতেমা যা মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সম্মেলন। এছাড়াও উপজাতীয় বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়, ধর্মীয় সংস্কৃতি, রীতিনীতি ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. ধর্মীয় পর্যটনের উন্নয়ন

এই গাইডলাইনের মূল লক্ষ্য হল বাংলাদেশে ধর্মীয় পর্যটনকে একটি টেকসই পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত করা যা ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে আপোস না করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

৫.১ ধর্মীয় পর্যটন বিকাশে প্রশাসনিক অবস্থান

ক. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংগঠন ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং পবিত্র স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ, ডক্যুমেন্টেশন, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যটনবান্ধব করে গোড়ে তোলা।

খ. বিভিন্ন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণের ব্যবস্থাপনা ও বিকাশের জন্য পৃথক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী ঐতিহ্য এবং স্থাপনাগুলি (যেমন: ইসলামী উৎসব, মসজিদ এবং মাজার) অবশ্যই নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন অনুসরণ করে পরিচালনা করা।

গ. দেশব্যাপী ধর্মীয় পর্যটনের সুবিধার্থে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এবং ধর্মীয় খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

ঘ. ধর্মীয় স্থানে বা প্রতিষ্ঠানে কোন পর্যটন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করা ও সমন্বয় সাধন করা।

ঙ. ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলোর উন্নয়ন ও পরিচালনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ন্যায়সঙ্গত সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

চ. ধর্মীয় পর্যটনের উপকারী দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা।

৫.২ ধর্মীয় পর্যটন বিকাশে কার্যকরী পদক্ষেপ

ক. ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে অবকাঠামো এবং অন্যান্য মৌলিক সেবা যেমনঃ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধা এবং রাস্তাঘাট উন্নত করা।

খ. ধর্মীয় পর্যটন স্থানসমূহে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

গ. যে কোনো ধর্মীয় পর্যটন স্থানে বিভিন্ন পর্যটন সুবিধা যেমন: টয়লেট, বসার ব্যবস্থা, স্যুভেনির সপ, দিক নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড, স্ট্রিট লাইট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

ঘ. পর্যটকদের ধর্মীয় উপাসনালয়, রীতিনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কর্মকান্ডের বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ট্যুর গাইড বা তথ্য প্রদানকারীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

ঙ. ধর্মীয় পর্যটন স্থানসমূহে পর্যটন সেবা প্রদানকারীদের (যেমন: হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ অনুসরণীয় গাইডলাইন প্রস্তুত করা) জন্য ভূমি ব্যবহারের নির্দিষ্ট বিধান এবং নিয়ম তৈরি ও তা অনুসরণ নিশ্চিত করা।

চ. প্রতিটি ধর্মীয় পর্যটন স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ঐ স্থান পরিদর্শনের জন্য ধর্মীয় নিয়মকানুন সম্বলিত আচরণবিধি প্রচার করা।

ছ. ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুসমূহে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় নিশ্চিত করা।

জ. সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করা। ।

য. নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্থানে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাইডলাইনে ‘গ্রহনযোগ্য পরিবর্তনের সীমা’ (Limit of Acceptable Change) অনুসরন করা, যাতে এর স্থাপত্যশৈলী বিনষ্ট না হয়।

৬. ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ সংরক্ষণ

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্যটন সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা এবং সমঝোতা থাকা প্রয়োজন।

ক. ধর্মীয় স্থান এবং স্থাপনা সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে তাদেরকে এ প্রচেষ্টায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ. ভঙ্গুর (Fragile) ও ঝুঁকিপূর্ণ ধর্মীয় স্থাপনাসমূহ চিহ্নিত করা এবং দর্শনার্থীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্যে ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলোর ‘পর্যটন ধারণক্ষমতা’ (Tourism Carrying Capacity) নির্ধারণ করা।

গ. ধর্মীয় পর্যটনস্থলে বিশেষ করে ধর্মীয় স্থাপনায় (যেমন: ঐতিহাসিক মসজিদ, মন্দির) যে কোন সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে পুরাতত্ত্ব, স্থাপত্য ও প্রকৌশল বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এবং ডকুমেন্টেশন করা।

ঘ. ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করা।

ঙ. ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সময় পর্যটকদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ. পর্যটক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ সংরক্ষণের বিষয়ে দায়িত্বশীল আচরণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

ছ. ধর্মীয় পর্যটন সংরক্ষণে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৭. ধর্মীয় পর্যটনের বিপণন ও প্রচার

ধর্মীয় পর্যটন সারা বছর পর্যটকদের আকৃষ্ট করার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু অতিরিক্ত প্রচার বা বাণিজ্যিকীকরণ দর্শনার্থীদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তন করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন:

ক. পর্যটক বিভাজন (Segmentation) এবং সম্ভাব্য পর্যটক শ্রেণি নির্বাচন (Targeting) করে পর্যটকদের চাহিদা পূরণ এবং ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত গবেষণা প্রয়োজন।

খ. বাংলাদেশের ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণসমূহকে সম্ভাব্য পর্যটকদের নিকট সঠিকভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে একটি কার্যকরী বিপণন কৌশল তৈরি করা।

গ. বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ যেমন: বিশ্ব ইজতেমা ইত্যাদি, ধর্মীয় পর্যটন বিষয় হিসেবে ব্র্যান্ডিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

ঘ. ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটররা কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণসমূহকে ভ্রমণসূচিতে (Itinerary) অন্তর্ভুক্ত করে পর্যটকদের ধর্মীয় সাইট ও তীর্থস্থান ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঙ. বাংলাদেশের ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ প্রচারের জন্য ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যম সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করা ।

চ. বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণের উপর প্রামাণ্যচিত্র এবং আকর্ষণীয় ভিডিও তৈরি করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা ।

ছ. ধর্মীয় পর্যটনের জন্য পৃথক প্রিন্টিং/ই-ব্রোশিউর, ই-নিউজলেটার তৈরি ও প্রকাশ করা।

জ. ধর্মীয় আকর্ষণসমূহ প্রচারের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টে (যেমন: পর্যটন মেলা এবং ধর্মীয় সেমিনার) অংশগ্রহণ অথবা আয়োজন করা।

ঝ. ধর্মীয় পর্যটন প্রচারের জন্য সামাজিক বিপণন (Social marketing), সরাসরি বিপণন (Direct marketing), এবং ব্র্যান্ড বিপণন (Brand marketing) উল্লেখযোগ্য প্রচার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা।

ঞ. বাংলাদেশের অন্যান্য ধরনের পর্যটনের সাথে ধর্মীয় পর্যটনকে অন্তর্ভুক্ত করে সর্বাঙ্গিণ প্রচার করা ।

ট. ধর্মীয় পর্যটন বিকাশ ও প্রমোশনে ফ্যাম ট্যুরের আয়োজন করা।

৮. ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়নের জন্য কমিটি

ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণের বিকাশ, ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে দু'টি কমিটি গঠন করা।

৮.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

ধর্মীয় পর্যটনের জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বছরে অন্তত একবার বৈঠকে বসবে। কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে:

ক. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

খ. সারাদেশে প্রধান ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ এবং সেবার উন্নয়ন করা।

গ. ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সহায়তা প্রদান করা।

ঘ. ধর্মীয় পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সহ-অংশীদারীত্ব ও সহ-অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

ঙ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণসমূহের প্রচার করা।

চ. স্থানীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

জ. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হতে পারে:

১. বিটিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালযের প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের/অন্যান্য সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দের প্রতিনিধি (সদস্য)

৯. বিটিবির পরিচালনা কমিটির একজন সদস্য (সদস্য)

১০. শিক্ষাবিদ/ পর্যটন গবেষক (সদস্য)

১১. ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি (সদস্য)

১২. ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের প্রাসঙ্গিক স্বীকৃত সংস্থার প্রতিনিধি (সদস্য)

১৩. পর্যটন উদ্যোক্তা (সদস্য)

১৪. সাংবাদিক/বিশিষ্ট সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক (সদস্য)

১৫. বিটিবির উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা (সদস্য সচিব)

কমিটির সদস্যরা যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি তারা যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হবেন। কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন সদস্য অর্ন্তভুক্ত করতে পারেন।

৮.২ জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি

সকল জেলায় জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি রয়েছে। জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়ন সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে :

ক. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রণীত ধর্মীয় পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়ন করা।

খ. ধর্মীয় পর্যটন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুসরণ নিশ্চিত করা।

গ. ধর্মীয় পর্যটন স্থানসমূহের আশেপাশে প্রয়োজনীয় পর্যটন সুবিধা (যেমন: লজিং, রেস্তোরাঁ) গড়ে তোলা।

ঘ. ধর্মীয় পর্যটন স্থানসমূহের আশেপাশে 'কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম' (CBT) সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।

ঙ. ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইডদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা, যেন তারা ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ সম্পর্কে পর্যটকদের উপযুক্ত তথ্য প্রদান করতে পারে।

চ. পর্যটকদের আধ্যাত্মিকতায় উৎসাহিত করা এবং তাদের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য একটি ব্যতিক্রমী পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলোতে বিশেষ পর্যটন সুবিধাগুলো প্রদান করা।

ছ. যে কোন ধর্মীয় পর্যটন প্রকল্পের উন্নয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে অবহিত করার জন্য 'বার্ষিক প্রতিবেদন' তৈরি করা। এই প্রতিবেদনে ধর্মীয় পর্যটকদের সংখ্যা, রাজস্ব আয়, বাস্তবায়িত প্রচারমূলক কার্যক্রমের কার্যকারিতা, স্থানীয় কর্মসংস্থানে পর্যটনের অবদান, বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্য থাকতে পারে।

৯. ধর্মীয় পর্যটনের জন্য অর্থায়ন ও বাজেট

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ধর্মীয় পর্যটন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করবে। সকল ব্যয় সরকারের আর্থিক নিয়ম এবং বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তহবিল এবং বাজেটের জন্য কয়েকটি পন্থা অনুসরণ করা:

ক. ধর্মীয় স্থানের আশেপাশে পর্যটন ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা।

খ. যে কোনো ধর্মীয় পর্যটন প্রকল্পের সহ-অর্থায়নের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় পর্যটন সংস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন করা ।

গ. বিটিবি ছাড়াও অন্যান্য সরকারি সংস্থা যেমন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় পর্যটনের বিভিন্ন প্রকল্পের আংশিক অর্থায়ন করা।

পরিশিষ্ট ক: বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণ

ধর্মীয় সম্পদ	ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণের উদাহরণ	
মসজিদ	- ষাট গম্বুজ মসজিদ	- চকবাজার শাহী মসজিদ
	- বায়তুল মোকাররম মসজিদ	- ঈশা খাঁ মসজিদ
	- পুরুলিয়া শাহী মসজিদ	- ২০১ গম্বুজ মসজিদ, টাঙ্গাইল
	- বেলাবো কেন্দ্রীয় মসজিদ	- ধনবাড়ি মসজিদ

ধর্মীয় সম্পদ	ধর্মীয় পর্যটন আকর্ষণের উদাহরণ	
	- মাচাইন শাহী মসজিদ - তারা মসজিদ	- বায়তুল ইকরাম জামে মসজিদ - লালবাগ কেল্লা মসজিদ
মাজার	- হযরত শাহ জালালের মাজার - হযরত শাহ পরাণের মাজার	- বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার - শাহ আমানতের মাজার
ইদগাহ	- ধানমন্ডি শাহী ঈদগাহ - সিলেট শাহী ঈদগাহ - দিনাজপুর গোর-ই-শহীদইদগাহ - মীরেরখিল ঈদগাহ	- বড়শালঘর ঈদগাহ - কুমিল্লা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ - নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় ঈদগাহ - রাজারবাগ ঈদগাহ - কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ
হিন্দু মন্দির	- কান্তজী মন্দির - চন্দ্রনাথ মন্দির - আদিনাথ মন্দির - কালভৈরব মন্দির - ঢাকেশ্বরী মন্দির	- রমনা কালী মন্দির - সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির - যশোমদেব মন্দির - শ্রী শ্রী কালী মন্দির - জয়কালী মন্দির
বৌদ্ধ মন্দির	- সোমপুর মহাবিহার - বুদ্ধ ধাতু জাদির মন্দির - থেরবাদা বৌদ্ধ মন্দির - রঙ্কুত বনস্রাম বুদ্ধ বিহার - রামুর বৌদ্ধ মন্দির - জগদ্দল মহাবিহার	- হলুদ বিহার - অগ্রপুরী বিহার - বাসু বিহার - সীতাকোট বিহার - ভিটাগড় - পন্ডিত বিহার
গীর্জা	- লর্ড রানি চার্চ - অক্সফোর্ড মিশন চার্চ - দি লেডি অফ দ্য হলি রোজারিও - ---- - ক্যাথেড্রাল চার্চ - আর্মেনিয় চার্চ	- ক্রিস্ট দ্য রিডিমার ক্যাথেড্রাল - সেন্ট মেরি ক্যাথেড্রাল - হলি রোজারি চার্চ - সেন্ট থমাস চার্চ - সেন্ট নিকোলাস চার্চ
ঐতিহ্য এবং উৎসব	- বিশ্ব ইজতেমা - ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা - আশুরা - দুর্গা পূজা - লক্ষ্মী পূজা - সরস্বতী পূজা - উপজাতীয় বিভিন্ন উৎসব	- কালী পূজা - জন্মাষ্টমী - বড় দিন (বড়দিন) - ইস্টার সান ডে - বুদ্ধ পূর্ণিমা - বৈশাখী পূর্ণিমা - বৈশাবি